শনিবার, ১৫ পৌষ, ১৪২৩
বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ১৬১

উত্তরপ্রদেশে বাবা-ছেলের ক্ষমতার লড়াইয়ে লাভবান হবে বিএসপি, বিজেপি

উত্তর প্রদেশ বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন। সম্ভবত; ৪ জানুয়ারি এই রাজ্য সহ ৪ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু শাসকদলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যে সপা সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদবের সঙ্গে তার মুখ্যমন্ত্রী পুত্র অখিলেশ যাদবের লড়াই রাজপথে চলে আসায় সুযোগ নেবে বিরোধীরা।

পুত্র মুলায়মকে শিক্ষা দিতে মুলায়ম সিং যাদব ৪০৩ সদস্যের বিধানসভার ৩২৫ জন দলীয় প্রার্থীর নাম প্রকাশ করে দিয়েছেন। এতেই ক্ষুব্ধ অখিলেশ। কারণ এই তালিকায় নাম সেই অখিলেশ অনুগামী ৫০ বিধায়ক ও দলীয় নেতাদের। বরং তালিকার গুরুত্ব ও প্রাধান্য পেয়েছেন অখিলেশ বিরোধী শিবপাল যাদবের অনুগামীরা। ফলে যাদবকুলে বড়সড় গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছে প্রার্থী তালিকা ঘিরে। এছাড়া অখিলেশকে মুখ্যমন্ত্রী পদ প্রার্থীও করা হয়নি। উল্টে অখিলেশ ঘনিষ্ঠ ও মন্ত্রীকেও প্রার্থী করা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে মায়াবতীর বিএসপি নির্বাচনে বিজেপি সম্ভবত একারই লড়বে। কিন্তু কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট না হলে বিপাকে কংগ্রেস, তারা উত্তর প্রদেশে মুখ হিসাবে সামনে নিয়ে এসেছে শীলা দীক্ষিত কে। কিন্তু দিল্লিতেই থাকতে অভ্যস্ত শীলা দীক্ষিত উত্তর প্রদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে অপরিচিত। সুতরাং তিনি কতটা কার্যকর হবেন, সে প্রশ্ন উঠে আসছে।

জমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

সাকার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননী।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।
বিহারী স্তব করিতেছেন—
মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি,
হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা, যখন হবে অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে, মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন মা, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
মণি গাহিতেছেন ভক্তসঙ্গে—
সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি।
গান—তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।।
তুমি মঙ্গল নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান।
তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে।।
গান—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না।
গান—নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ করিতেছেন, এই গানটি গাইতে—
গান—কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী।
গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন—
গান—শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মহনা।
সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)।।
ঠাকুর ভক্তবৃন্দের আনন্দের জন্য একটু পায়েস মুখে দিতেছেন। কিন্তু একেবারে ভাবে বিভোর, বাহ্যশূন্য হইলেন।
কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বৈঠকখানা ঘরে গেলেন ও সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে সেই প্রসাদ পাইলেন। রাত ৯টা। ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন-----রাত হইয়াছে, সুরেন্দ্রের বাড়ীতে আজ কালীপূজা হবে, তোমারা সকলে নিমন্ত্রণে যাও।

দিনপঞ্জিকা

১৫ পৌষ, ভাঃ ১০ পৌষ, **৩১ ডিসেম্বর,** ১৫ পুষ সংবৎ ২ পৌষ সুদি, ১ রবিঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫৯।
শনিবার, দ্বিতীয়া দিবা ঘ।২।২১ মিঃ। উত্তরষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘ ২।৫৫ মিঃ।ব্যাঘাতযোগ দিবা ঘ ১০।৪০ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ২।২১ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ। ২।৮ গতে গরকরণ।
জন্মে—মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ২।৫৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা।
মৃতে— চতুষ্পাদদোষ, দিবা ঘ ২।২১ গতে ত্রিপাদদোষ, দিবা ঘ ২।৫৫ গতে একপাদদোষ।
যোগিনী—উত্তরে, দিবা ঘ ২।২১ গতে অগ্নিকোণে। **কালবেলাদি** ঘ। ৭।৪২ মধ্যে ও ১।০ গতে ২।২০ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৪।৫৯ মধ্যে।
কালরাত্রি ঘ ৬।৩৯ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে।
যাত্রা—নাই, দিবা ঘ ২।৫৫ গতে যাত্রা পূর্ব্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই।
শুভকর্ম্ম—নাই।
বিবিধ—দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট। দিবা ঘ ২।২১ মধ্যে মাসদদ্ধা।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫ পৌষ, ভাঃ ১০ পৌষ, **৩১ ডিসেম্বর,** ১ রবিঃ সানি, ১৫ পুষ, ঊঃ ৬।২১, অঃ ৪।৫৬, শনিবার, দ্বিতীয়াদি ঘ ২।২০, সেহরী শেষ ৪।৫০, ইফতার ৫।০৭।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

মোদীকে চ্যালেঞ্জ জানানোর উপযুক্ত নেতার প্রবল অভাব বিরোধীদের মধ্যে

সমস্ত দলকে এক মঞ্চে আনতে এখনও সক্ষম হননি রাহুল

কল্যাণী শঙ্কর

৫০ দিন কেটে গেলেও মোদী সরকারের নোট বাতিল কাণ্ডের বিরুদ্ধে এককাট্টা হতে ব্যর্থ বিরোধীরা। যদিও মানুষ এখনও নগদ অর্থের অভাবে রয়েছেন। এখনও টাকা তুলতে ব্যাঙ্কের সামনে লাইন দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষ এত কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও ৮ নভেম্বর পরবর্তী সময়ে তাঁরাই এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে আসছেন। কিন্তু, কতদিন এই পরিস্থিতি চলবে, তা নিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত। আর্থিক রিপোর্ট অনুযায়ী, টাকা বাতিলের ফলে যেসব লাভ হবে বলে ধরা হয়েছিল, তার পরিবর্তে অর্থনীতিতে আসতে পারে ধস।

এমন সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার ব্যাপারে মোদী সরকার চাপে রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নতুন টাকা বাজারে আনার ব্যাপারে দীরগতিতে চলায় এই চাপ বেড়েছে। সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর বেশকিছু সমস্যা তৈরি হওয়া সত্ত্বেও বিরোধীরা তা কাজে লাগাতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, প্রায় সব বিরোধী দল বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করলেও, তারা এক ছাতার তলায় আসতে পারেনি।

শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম কয়েক দিন বিরোধীরা একযোগে অচলাবস্থা তৈরি করলেও পরে ধীরে সেই সমঝোতায় ফাটল ধরা পড়ে। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, বসপা, আরজেডি এবং আপ নোট বাতিলের বিরোধিতা করলেও সংযুক্ত জনতা দল এবং বিজেডি সতর্কতার সঙ্গে ডিমানিটাইজেশন সমর্থন করেছে। যারা একইসঙ্গে বলেছে, এই ব্যাপারে সরকারি প্রস্তুতির অভাব দেখা যাচ্ছে। সংসদ অচল করায় কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু শরদ পাওয়ার, নীতীশ কুমার এবং নবীন পট্টনায়কের মতো বেশকিছু ধানু এবং তৃণমূল স্তরের নেতা মোদীর খেলা কেবল পর্যবেক্ষণ করছেন। এঁরা ছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং করুণানিধির মতো নেতারা বুঝতে পারছেন গরীব স্বার্থের কথা বলে মোদী যা করছেন, তা সফল হলে তিনিই ২০১৯ সালে কেন, তারপরেও ক্ষমতায় থেকে যাবেন।

কংগ্রেস চাইছে, তাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সামনে দাঁড়ানোর উপযোগী হয়ে উঠুন। কিন্তু, বিরোধীদের এককাট্টা করার ব্যাপারে রাহুল এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ। লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে গত মঙ্গলবার কংগ্রেস এক বৈঠকের আয়োজন করেছিল। কিন্তু, সেখানে অন্যান্য বিরোধী দলের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। ছিল কেবল তৃণমূল কংগ্রেস, আরজেডি, জেডি (এস), ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, এআইইউডিএফ, ডিএমকে। বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছে এনসিপি, সংযুক্ত জনতা দল, সিপিএম, সিপিআই, বসপা এবং সপা। রাহুল গান্ধি ছাড়া সেখানে উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে হাজির ছিলেন স্রেফ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীরা সেভাবে সাড়া না দেওয়ার মমতা সেখানে দাবি করেন, 'বিরোধীরা সব এককাট্টাই আছে। আমরা সকলে মিলে প্রধানমন্ত্রীর ডিমানিটাইজেশন ইস্যুতে দুর্নীতির অভিযোগে এক অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি করেছি।' তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'প্রতিশ্রুতি মতো ৫০ দিন পূর্ণ হতে কয়েকদিন মাত্র বাকি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমার প্রশ্ন, যদি প্রতিশ্রুতি মতো ৫০ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হয়, আপনি তাহলে পদত্যাগ করবেন? উদ্ভূত যন্ত্রণার উপশম ঘটানোর কোনও ম্যাজিক আপনার হাতে নেই।'

বিরোধী নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা সত্ত্বেও কংগ্রেস কেন এখনও তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়ে চলেছে? উত্তর হল, স্রেফ ম্যানেজমেন্ট দক্ষতায় ঘাটতি। যার সাহায্যে অন্যদের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। বস্তুত, যে বৈঠক হয়েছে, সেখানে মমতাকে মনে হয়েছে জাতীয় নেত্রী। রাহুল তাঁর কাছে ছায়ামাত্র।

এই বৈঠক প্রসঙ্গে প্রথমেই বিরোধীরা বলছে, বৈঠকের আলোচ্যসূচি কী ছিল, তা জানানো হয়নি। বামেরা, সংযুক্ত জনতা দল এবং এনসিপি চায় না, কংগ্রেস এই পরিস্থিতির ফায়দা তোলার সুযোগ পাক। এই মনোভাব আগেও বজায় ছিল। যখন কংগ্রেস সংগঠিত বিরোধী নেতারা রাষ্ট্রপতি ভবনে স্মারকলিপি দিতে যান। এই মাসের প্রথম দিকে রাহুল তাঁর প্রতিনিধিদলকে নিয়ে মোদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পরিস্থিতি আরও ঘেঁটে দিয়েছেন। কারণ, এই ব্যাপারে তিনি বিরোধীদের কিছুই জানানি। যে কারণে বিরোধীদের অনেকেরই অভিযোগ, বিরোধী ঐক্যে অন্তর্ঘাত করছে কংগ্রেস। স্রেফ নিজেকে সবার উপরে তুলে ধরতে চেয়ে। আসলে বিরোধীদের মধ্যে অনেকেরই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা আছে। যেমন নীতীশ কুমার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়াবতী, মুলায়ম সিং যাদব ইত্যাদি।

কংগ্রেস নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে। অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কোনওরকম আলোচনাই করা হচ্ছে না। এমন অভিযোগও রয়েছে। সংযুক্ত জনতা দলের নেতা কে সি ত্যাগি দাবি করেছেন, বিরোধী শিবিরে কোনও অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরিই হয়নি। আর বামদলগুলি কংগ্রেসের আর্থিক নীতি কী, সেই ব্যাপারেই প্রশ্ন তুলেছে।

সবচেয়ে বড় কথা বাম দল এবং তৃণমূলের মতো ভিন্ন মেরুর দলগুলিকে একই মঞ্চে আনার জন্য বড় মাপের পারদর্শিতা ও দূরদর্শিতা লাগে। কারণ, এই দলগুলি তাদের আঞ্চলিক রাজনীতির স্বার্থে কখনওই চায় না, লোকে তাদের একই মঞ্চে দেখতে পাক। এদের মধ্যে অন্তর্লীন রয়েছে অন্তহীন পরস্পরবিরোধিতা। এটা সপা ও বসপার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যারা উত্তরপ্রদেশে আসন্ন বিধানসভা ভোটে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে। ডিএমকে ও এআইএডিএমকে দশকের পর দশক ধরে পারস্পরিক লড়াই জারি রেখেছে। সোনিয়া গান্ধি পিছনে সরে যাওয়ার এইসব বিরোধী দলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার যোগ্যতাসম্পন্ন নেতার অভাব কংগ্রেসে রয়েছে।

তার আরও একটি কারণ, রাহুল গান্ধি ওইসব আঞ্চলিক নেতার থেকে সবদিক দিয়েই জুনিয়র। এই অবস্থায় বিরোধীরা শক্তিশালী নেতার অভাবে ভুগছে। যিনি হবেন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। সকলের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন। সেইসঙ্গে যোগাতে পারবেন আত্মবিশ্বাস।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

প্রগতির ধারায় উত্তর-পূর্ব ভারত, একটি পথের খোঁজ

ড. প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর....

প্রথমত, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বা কানেক্টিভিটি স্থাপন। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অসমে মোটামুটিভাবে ওটি আছে, তবে এর সম্প্রসারণ ও ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ হয়ে চলেছে। বঙ্গাইগাঁও-নর্থ লখিমপুর বা ডিব্রুগড় ও লামডিং-শিলচর সেকশনের উল্লেখ করা যায়। বর্তমান বছরের (২০১৬-১৭) রেল বাজেটে রেলমন্ত্রী উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। North-East Frontier Railway -এর জন্য বাজেটে বরাদ্দ ৩৫,০৬৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ লাইনে রেল চলাচল শুরু হয়েছে। শিগগির মিজোরাম ও মণিপুর ব্রডগেজ নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে।

কাটাখাল- ভৈরবী এবং অরুণাচল-জিরিবাম গেজ পরিবর্তন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের কাজ এগোচ্ছে। অরুণাচলের সঙ্গে দিল্লির রেল যোগাযোগ হয়েছে।

সড়ক পরিবহণের উন্নতিতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে অসমে আগামী পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। এছাড়া সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে সড়ক ব্যবস্থায় উন্নতিতে এক লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিব্রুগড় জেলার মোরানে চার লেন বিশিষ্ট ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হবে। নগাঁও বাইপাসের শেষ প্রান্ত থেকে রাঙাগড় অবধি, রাঙাগড় থেকে কালিয়াবোর-তিনালি পর্যন্ত, দেমো থেকে মোরান বাইপাসের শেষপর্যন্ত, মোরান বাইপাসের শেষপ্রান্ত থেকে লেপকাথার বোগিবেল পর্যন্ত নতুন সড়ক নির্মাণ হবে। এছাড়া ভূটান সীমানা বরাবর শ্রীরামপুর ও ধুবড়ির মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা তিনসুকিয়া থেকে অরুণাচলপ্রদেশ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করা হবে। করিমগঞ্জ বাইপাস, শিলচর, জিরিবাম, বদরপুর প্রভৃতি এলাকায় সড়ক যোগাযোগ উন্নতি করা হবে। ব্রহ্মপুত্রের উপর চারটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে। মাজুলি থেকে জোরহাট পর্যন্ত সংযোগীকারী সেতু নির্মাণ করা হবে। পাণ্ডুতে একটি জাহাজ মেরামতি কারখানার শিলান্যাস করা হয়েছে। ধুবড়ি ও হাতসিঙ্গিমারির মধ্যে ফেরি চলাচল পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতে আর একটি অমিত সম্ভাবনা ক্ষেত্র হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিশেষত জলবিদ্যুৎ। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (Central Electric Authority) দ্বারা পরিচালিত একটি সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে সমগ্র দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ৭০১ মেগাওয়াট। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের উৎপাদন সম্ভাবনার পরিমাণ ৬২ হাজার ৬০৪ মেগাওয়াট। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১,২৪২ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দশটি প্রকল্প চালু রয়েছে। এছাড়া ১৬টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নির্মীয়মাণ। এগুলি রূপায়িত হলে ৫,৫৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এর মধ্যে রয়েছে অরুণাচলপ্রদেশে তিনটি প্রকল্প। যথাক্রমে, National Hydropower Corporation-এর অধীনে সুবনসিরি লোয়ার প্রকল্প, North-Eastren Electric Power Corporation (NEEPCO) -এর অধীনে কামেং ও পারে প্রকল্প দুটি। ক্ষেত্রেGongri-তে আরও একটি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। মিজোরামে NEEPCO তুইরিয়াল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করছে। আর মেঘালয় রাজ্য সরকারNew Umtru জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। সিকিমে ১০টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বেসরকারি স্তরে নির্মাণ করা হচ্ছে। জোরেথাংলুপ, ভাসমে, তিস্তা-III এবংVI, তাশিডিং প্রভৃতি স্থানে। বর্তমানে ৬৬৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রয়েছে। এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ এই অঞ্চলে চলছে। ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক ৭২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প পলাটোনায় চালু করা হয়েছে।

উন্নয়নের এই রূপরেখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র পর্যটন শিল্প। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র, অগণিত মানবগোষ্ঠী ও তাদের নানা ধরনের জীবনশৈলী উত্তর-পূর্ব ভারতকে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। যেমন, অরুণাচলে কয়েক শতাব্দীর পুরনো বৌদ্ধমঠ, বিরল বন্যপ্রাণী, কত সংস্কৃতি ও জনজাতি ও উপজাতির সংমিশ্রণ এই সূর্যোদয়ের দেশকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠায় উন্নীত করেছে। তাওয়াং মঠ, পরশুরামকুণ্ড, কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং উপত্যকা, লোহিত, তিরাপ উপত্যকা অনেক পর্যটক টানতে পারে। অসমে আপার ব্রহ্মপুত্র, মাজুলি দ্বীপ, ক্যামাখ্যা তীর্থক্ষেত্র, কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক, চা-বাগান ও শ্যামলিমায় ভরা এই প্রদেশ প্রকৃতই অপ্রতিম। ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও সিকিমে পর্যটন শিল্পেরও সম্ভাবনা বিশাল। এই অঞ্চলকে, ভারতের ঈশান কোণকে পর্যটনের ক্ষেত্র 'সোনালি ক্ষেত্র' বলে স্বচ্ছন্দে অভিহিত করা যায়।রাজ্যগুলিতে সাক্ষরতার হার বেশি থাকায় পরিষেবা ক্ষেত্রেও এই অঞ্চলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে অসম ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা বেশ ভালো। কারিগরি পার্ক নির্মাণ, তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ দিলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অচিরেই সম্ভব। তাই পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ উন্নয়ন মডেলে অগ্রাধিকার পাবে। *(ক্রমশ*

সম্পাদক সমীপেষু

১৯৫২ সালে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী

তিলোত্তমা কলকাতার একটি অঞ্চলের নাম লালবাজার। এই লালবাজার আমাদের প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল। এই লালবাজারের অঞ্চলের পাশেই যে রাস্তাটা চলে গেছে। সেই রাস্তাটার নাম বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট। যা কলকাতা-৭০০০১২ এই পিন কোর্ড নম্বর রয়েছে। এই রাস্তাটাকে উৎসর্গ করা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি নামে। দক্ষিণ ২৪ পরগনাক্ক হালিশহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫ নভেম্বর ১৮৮৭ সালে। একবিপ্লবী হিসাবে ছাত্রবস্থাতেই ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, বারিণ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীদের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। নিজের প্রচেষ্টায় কলকাতায় আত্মোন্নতি সমিতি গঠন করে একটি সুগঠিত ও সুশৃঙ্খলে বিপ্লবীদলে পরিণত করেছিলেন। ১৯১৪ সালে রডা কোম্পানির মশার পিস্তল অপহরণ ও বণ্টনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাঘাযতীনের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, লবন সত্যগ্রহে ও যোগদান করেছিলেন ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৪টা বছর কেটেছে কখনও মান্দালয় কখনও রেঙ্গুনে অথবা আলিপুর জেলে আবার গ্রেফতার হবার কারণে আত্মগোপন করেছিলেন। একসময় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়নের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংগঠনের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলে। ১৯৫২ সালে মানুষের রায়ে বিধানসভার বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৩০ এমন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর এবং একজন মানুষ হিসাবে সতিই কী তাঁকে মনে রাখতে পেরেছি। এটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়। .....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১ ৩

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১ ৩

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়